দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ - 24 MAY 2005.
পৃষ্ঠা - ১৪ কলাম ২

দেশে রয়েল কলেজের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় বাধা কোথায়?

কবির আহমেদ খান

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তৈরির আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান রয়েল কলেজ অব লন্ডনের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে দেয়া হচ্ছে না বাংলাদেশে। চিকিৎসকদের একটি বিরাট অংশ এর পক্ষে মত দিলেও এক শ্রেণীর চিকিৎসক দেশে এই কেন্দ্র খুলতে দিতে নারাজ। দেশে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অভাব থাকার পরও এ ধরনের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে না দেয়ার পেছনে তাদের মনোপলি ভেঙ্গে যাবার আশঙ্কাকেই দায়ী করছেন সংশ্লিষ্টরা। ভারত, নেপাল ও পাকিস্তানের মতো বাংলাদেশে রয়েল কলেজ অব লন্ডন-কেন্দ্র খোলার কথা দীর্ঘদিন ধরে কেবল জল্পনা-কল্পনা পর্যায়েই রয়ে গেছে। রয়েল কলেজ প্রধান কার্যালয়ের (এমআরসিপি-ইউকে) অধ্যক্ষ জিম বেনসন এক চিঠিতে বাংলাদেশে শাখা খোলার ব্যাপারে তিনটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে সরকারের সহযোগিতা ও আন্তরিকতা, স্থানীয় চিকিৎসক এবং বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস এ্যান্ড সার্জনসদের (বিসিপিএস) সমর্থন। দেশের স্থানীয় চিকিৎসকদের অকুণ্ঠ সমর্থন রয়েছে। ২০০৪ সালের ১৩ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে স্থানীয় চিকিৎসকদের ৩শ' ৩০ জন রয়েল কলেজ অব লন্ডনের কেন্দ্র খোলার ব্যাপারে গণস্বাক্ষর কর্মসূচীতে অংশ নেন। তখন এ বিষয়টি কিছুদূর অগ্রসর হয়েছিল। দশজন তরুণ চিকিৎসক ২০০৪ সালে রয়েল কলেজের এফআরসিএস পরীক্ষায় অংশ নিলেও পরবর্তীতে থামিয়ে দেয়া হয় এ উদ্যোগ।

এক শ্রেণীর চিকিৎসক নারাজ

জানা গেছে, বিভিন্ন সময় পত্রিকায় বিজ্ঞাপনে মধ্যপ্রাচ্যে চিকিৎসক নিয়োগে দেশী ডিগ্রীধারী এবং রয়েল ডিগ্রীধারীদের বেতন কাঠামোর বৈষম্য দ্বিগুণ ধরা পড়েছে। এফসিপিএস/এমডি/এমএস ডিগ্রীধারীদের বেতন ৫৫০০ রিয়াল। অন্যদিকে এমআরসিপি/এফআরসিএস ডিগ্রীধারীদের বেতন ১১ হাজার ৭শ' ২৫ রিয়াল। সার্ক দেশসমূহের মধ্যে পাকিস্তান, ভারত ও নেপালে রয়েল কলেজের পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। ফলে এসব দেশের মেডিক্যাল শিক্ষার্থীরা এমবিবিএস পাস করে নিজ দেশে বসে এমআরসিপি, এফআরসিএস প্রভৃতি ডিগ্রী অর্জনের সুযোগ পায়। বিষয়টি অনেকটা ব্রিটিশ কাউন্সিলে বসে 'ও' লেভেল এবং 'এ' লেভেল পরীক্ষা দেবার মতো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যালের বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. ইকবাল আর্সলান বলেন, উচ্চ শিক্ষা অবারিত থাকা উচিত। রয়েল কলেজের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব রয়েছে, প্লাব সেন্টার আগে ছিল, পরীক্ষার্থীর অভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। রয়েল কলেজের ডিগ্রী থাকলে আমাদের চিকিৎসকরা বিদেশে গেলে ভাল মূল্যায়ন পাবেন এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকও সৃষ্টি হবে দেশে। স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের (স্বাচিপ) সভাপতি অধ্যাপক রুহুল হক রয়েল কলেজের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার বিষয়ে একমত প্রকাশ করে বলেন, দেশে অবশ্যই হওয়া উচিত। উন্নত বিশ্বের সঙ্গে সামগ্রিকভাবে প্রতিযোগিতায় টিকতে হলে এই ধরনের সেন্টার প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত করতে হবে। তরুণ চিকিৎসক ডা. রাকিবুল ইসলাম লিটু বলেন, এই ধরনের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হলে চিকিৎসকরা রাজনীতিবিমুখ হয়ে লেখাপড়ার দিকে ঝুঁকবে। তাতে বিশ্ব স্বীকৃত রয়েল কলেজের এমআরসিপি/এফআরসিএস ডিগ্রী দেশে বসে অর্জনের সুযোগ পাবেন চিকিৎসকরা।

প্লাব সেন্টার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় সম্ভব, যা পার্শ্ববর্তী দেশগুলো করছে। বর্তমানে ইংল্যান্ডে অর্ধ লাখ চিকিৎসকের পদ খালি। অবিলম্বে সব কিছু বিবেচনাপূর্বক রয়েল কলেজ ও প্লাব সেন্টার প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়েছেন তরুণ চিকিৎসকরা।